কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০৫৩.৯৯.০১২.১৭/৩৬৫

তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০১৭

বিষয় : এসডিজি'র ৩ নং উদ্দেশ্য পূরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্তির জন্য কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সরকারের এসডিজি'র ৩নং উদ্দেশ্য পুরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্তির লক্ষ্যে কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের নিমিত্ত করণীয় নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ০৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০০৪০
ই-মেইল: dsexten2@moa.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাও, ঢাকা
০২ সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫ সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮ সচিব, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, দিলকুশা, মতিঝিল, ঢাকা।
১০ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)/(পিপিসি)/(গবেষণা),কৃষি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন,দিলকুশা. ঢাকা
১২ নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা
১৩ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
১৪ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
১৫ মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
১৬ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , গাজীপুর
১৭ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট , গাজীপুর
১৮ মহাপরিচালক, বিএসটিআই, তেজগাও , ঢাকা
১৯ যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), কৃষি মন্ত্রণালয়,ঢাকা
২০ যুগ্ম-সচিব(সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১ উপ সচিব (উপকরণ-২ অধিশাখা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়(কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা

বিষয় : এসডিজি'র ৩ নং উদ্দেশ্য পূরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্তির জন্য কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ০৩ অক্টোবর ২০১৭
সময় : বিকাল ৩.০০ টা
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর- ৫২১, ভবন নম্বর-৪)
সভাপতি : অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা- পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, দানাদার খাদ্য শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজনীয়। আর সেটা করা সম্ভব হয়েছে উন্নতমানের সার,বীজ ও কীটনাশকের ব্যবহারের মাধ্যমে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত বালাইনাশকের ব্যবহার আমাদের নানা ঝুঁকির সম্মুখিন করছে। তাই এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর অভীষ্ট ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ–এর প্রধান লক্ষ্য হলো মানব স্বাস্থ্যের ঝুঁকি প্রশমন। মানবদেহে কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থাকে নিয়ে বিশ্বমানের একটা সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আজকের এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভাপতি জানান, ইতোমধ্যে 'জৈব কৃষি নীতি' প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য একটা মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সভাপতি কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার ও মানব স্বাস্থ্যে এর ঝুঁকি প্রশমণে করণীয় সম্পর্কে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য ডিএই'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন।

উপস্থাপনা:

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর পরিচালক সভায় বর্ণিত বিষয়ের উপর পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, কৃষি প্রধান জনবহুল এই দেশে একদিকে যেমন ফসলের জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর প্রেক্ষাপটে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়ে জনবহুল এই দেশে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে 'বালাইনাশক' একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তথাপি মাত্রার অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে জাতিসংঘ এসডিজি এর টার্গেট ৩.৯ বাস্তবায়ন অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারণে মৃত্যু-ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

- কার্বোফুরান, গ্লাইফোসেট, প্যারাকুয়াট এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে সীমিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে বিকল্প প্রাপ্তি সাপেক্ষে এসব কীটনাশক এর ব্যবহার প্রত্যাহার করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- কীটনাশক এর ব্যবহার হ্রাস করার জন্য আইপিএম (ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বা সমন্বিত বালাইনাশক) পদ্ধতি জোরদার করা হয়েছে;
- ফসলের বিভিন্ন বালাই (পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই বা আগাছা) দমনে 'রাসায়নিক বালাইনাশকের' উপর একক নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে এর বিকল্প হিসাবে 'জৈব বালাইনাশক' (Bio Pesticide) ভিত্তিক সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে;
- সকল কীটনাশক এর বোতলের লেবেল এ 'Pre-harvest Interval (PHI)' সংক্রান্ত তথ্য লাল কালিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং লেবেল অনুমোদনের সময় এ বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেই লেবেল অনুমোদন দেয়া হচ্ছে;

- কীটনাশকের রেজিস্ট্রেশন/ লাইসেন্স প্রক্রিয়া চাহিদা মাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বিধি মোতাবেক যাচাই করে প্রদান করা হচ্ছে;
- কীটনাশক/ বালাইনাশক আমদানির ক্ষেত্রে বন্দরে কনসাইন্টমেন্ট খালাসের আগে র‍্যান্ডম (Random) নমুনা পরীক্ষার জন্য বন্দরগুলোতে আধুনিক ল্যাব স্থাপন করা লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে; এবং
- Food Safity Act 2013 এর আলোকে Bangladesh Food Safity Authority হতে Maximum Residue Limit (MRLs) সহ Codex Allimentay Commission (FAO/WHO) ASEAN MRLs বিচার বিশ্লষণ করে বাংলাদেশ উপযোগী Chemical, contamins, toxin and residue regulation 2017 প্রণয়ন করা হয়েছে।

কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব প্রশমণের লক্ষ্যে করণীয়:

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব মুক্তির জন্য কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের বিষয়ে (ক) স্থানীয় পর্যায়ে (খ) জাতীয় পর্যায়ে (গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে:

(ক) **স্থানীয় পর্যায়ে:**

১. কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদান করা। এ লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক প্রচার, স্কুলে শিক্ষা দান করা, কীটনাশক মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা, জৈব প্রযুক্তিতে চাষাবাদ-কে উৎসাহিত করা ইত্যাদি;
২. বাড়িতে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার রোধ/সীমিত করার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. Integrated Pest management (IPM) পদ্ধতির প্রচারণা বৃদ্ধি করা এবং কৃষক পর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৪. কীটনাশকের একান্ত প্রয়োজন থাকলে কনটেইনার সিলসহ সকলের নাগালের বাইরে একটি বন্ধ কেবিনেটে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করার বিষয়ে প্রচারণা; এবং
৫. কম ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(খ) **জাতীয় পর্যায়ে:**

১. জাতীয় পর্যায়ে জনসাধারণ, কীটনাশক বিক্রেতা ও কীটনাশক ব্যবহারকারীদের মধ্যে কীটনাশক সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করা;
২. PHI মাঠ পর্যায়ে শতভাগ বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা ;
৩. কীটনাশকের সহজলভ্যতা বন্ধ করা;
৪. কীটনাশকের ব্যবহারের ঝুঁকি ও Maximum Residue Limits (MRLs) নির্ধারণ ও মনিটর করা;
৫. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন ধরণের কেন্দ্র যেমন- জরুরি সেবা, বিষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্যসেবকদের (Health Care Provider) শিক্ষা প্রদান;
৬. কৃষিতে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করে জৈব প্রযুক্তি/ইকোলজিক্যাল ফার্মিং এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের প্রচলন ঘটানো;
৭. বিদ্যমান The Pesticide Ordinance-1971, The Pesticides (Amendment) Ordinance, 2009 এবং The Pesticide Rules, 1985 সংশোধন ও হালনাগাদকরণ এবং এসব আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
৮. Good Agricultural Practice (GAP) নিশ্চিতকরণ;
৯. আইনে "Pesticide ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে" সুস্পষ্ট বিধান প্রবর্তন;
১০. Pesticide পরীক্ষার জন্য Lab স্থাপন ও কার্যকরীকরণ;
১১. Pesticide Rules অনুযায়ী Advisory committee কার্যকর করা; এবং
১২. জাপান, চীন, ভারতের মত বাংলাদেশেও উদ্ভিদ সংরক্ষন উইং এর অবকাঠামো, জনবল ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) **আন্তর্জাতিক পর্যায়ে:**

১. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন যেমন- Stockholm Convention, Rotterdam Convention ইত্যাদির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন-Intergovernmental Forum for Chemical Safety (IFCS), Food and Agricultural Organization (FAO) ইত্যাদির কীটনাশক সম্পর্কিত বিভিন্ন গাইডলাইন অনুযায়ি প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০২। **আলোচনা :**

আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব মাহবুব কবীর, সদস্য (যুগ্ম সচিব),বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জানান, তিনি পিটাক-এর কয়েকটি সভায় পর্যবেক্ষক সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। সভাসমূহে কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেন। কিন্তু এর অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুনির্দিষ্ট ০৩টি বিষয় উপস্থাপন করে। প্রথমত, চট্টগ্রাম বন্দরে ল্যাব টেস্ট করার কোনো ব্যবস্থা না থাকা। ফলে আমদানিকারকরা যে কীটনাশক আমদানির জন্য ঘোষণা দিয়েছে এবং বাস্তবে কি নিয়ে এসেছে তা পরীক্ষা করা হয়না। তাই কীটনাশক পরীক্ষা করা জন্য ল্যাব স্থাপন করার এবং বিদ্যমান ল্যাবসমূহের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রস্তাব করেন। দ্বিতীয়ত, PHI -বাস্তবায়ন করা। যদিও ফসলে কীটনাশক প্রয়োগের পর নির্দিষ্ট দিন পর তা বাজারে তোলার কথা কিন্তু বাস্তবে কৃষক সকালে কীটনাশক ব্যবহার করে বিকেলে কেটে বাজারে তুলছে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য হিসেবে মানুষ তা গ্রহণ করছে। এভাবে চলতে থাকলে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়তে পারে। কৃষক যাতে PHI মেনে ফসল কাটে তা জরুরীভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।। তৃতীয়ত, ন্যুনতম কোনো উপজেলা বা কোনো ইউনিয়নে পাইলট আকারে কৃষি কর্মকর্তাদের প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে কীটনাশক বিক্রির ব্যবস্থা করার জন্য তিনি প্রস্তাব রাখেন। তিনি সার পরীক্ষার জন্য যে কমিটি আছে সে কমিটিকে কীটনশানক পরীক্ষার দায়িত্ব প্রদানেরও প্রস্তাব রাখেন।

ড. এম.এ. মোনায়েম মিয়া, পিএসও, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BARI) সভায় জানান, BARI তে বিশ্বমানের এক্রিডেটেড ল্যাব আছে যার সহায়তা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিতে পারে। তিনি বালাইনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সম্পর্কে বলেন- চা গাছে তীব্রমাত্রার যে কীটনাশক ব্যবহার হয় তা সীম জাতীয় সবজীতে যশোরে ব্যবহৃত হচ্ছে। কীটনাশক থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো 'জৈব বালাইনাশক' পদ্ধতি গ্রহণ করা। ইতোমধ্যে BARI ২২টি জৈব বালাইনাশক' তৈরি করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ ধরণের ১০০টি জৈব বালাইনাশক আবিষ্কার করা যাবে। এ জন্য সকল কৃষি গবেষণা কেন্দ্রকে একসাথে কাজ করতে হবে। PHI বাস্তবায়ন করাটা খুবই কঠিন। কেনা-কাটায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করাটা যৌক্তিক হবে না।

জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) জানান, বিদ্যমান আইন সংশোধন করে ও যুগপোযোগী করে বালাইনাশক আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে যা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে।

সভাপতি জানান, সারের ক্ষেত্রে ল্যাব টেস্ট বা বন্দরে খালাশের সময় পরীক্ষা করার বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন। কারণ এর আমদানির পরিমাণ অনেক বেশি। স্বল্প পরিমাণে যে বালাইনাশক আমদানি হয় তা বিচ্ছিন্নভাবে হয়ে থাকে বলে পরীক্ষা করার বিষয়টি অনেক সময় সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তবে রাসায়নিক সার যেহেতু নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে অনুরূপ বালাইনাশকও ধীরে ধীরে পরীক্ষার আওতায় নিয়ে আসা যাবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) এর প্রতিনিধি জনাব ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম জানান, সারের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করাটা যত সহজ কীটনাশকের ক্ষেত্রে ততটা সহজ নয়। সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল 'জৈব বালাইনাশক' ও 'সমন্বিত বালাইনাশক ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতিতে যাওয়া। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে- জৈব বালাইনাশক যেখানে খুব ভাল ফল দিয়েছে সেখানে রাসায়নিক কীটনাশক অকার্যকর।

ড. আনসার আলি, পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিইট(BRRI) বলেন, বালাইনাশকের ব্যবহার কমেছে বলা হচ্ছে। আসলে একটিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট কমেছে কিনা সেটা যাচাই করা দরকার। Tricoderma Harga অত্যন্ত বিষাক্ত। এ-ধরণের কীটনাশকের লাইসেন্স দেবার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ।

অধ্যাপক ড. ইকবাল রউফ মামুন, সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বলেন, কীটনাশক সারা বিশ্বে ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আলাদা করে MRL নির্ধারণ করাটা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। বরং CODEX যে MRL নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটাই আমরা আপাতত: মেনে চলতে পারি। কারণ প্রতিটি ফসলের MRL নির্ধারণ করতে পাচঁ বছেরর অধিক সময় লেগে যেতে পারে। তাই CODEX এর নির্ধারিত MRL অনুসরণ করাটা যৌক্তিক হবে। PHI কোনো একটি এলাকার জলবায়ু অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানবদেহে কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে Survey করাটা খুবই জরুরী । Good Agriculture Practice (GAP), সচেতনতা এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব কমানো সম্ভব। সর্বোপরি, গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ কামরুজ্জামান জানান, মৎস্য অধিদপ্তরের আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব আছে। বিশ্বমানের ল্যাব থাকার দরুন ইউরোপে দেশের মাছ রপ্তানি সহজ হয়েছে। কীটনাশক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই ল্যাবকে সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

জনাব গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, ডিএই জানান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ল্যাব অত্যন্ত উন্নতমানের।দক্ষ জনবলের মাধ্যমে এ ল্যাব অধিকতর কার্যকরি করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

জনাব মোহাম্মদ আবু কাইছার সিনিয়র সহকারী প্রধান, খ্যদ্য মন্ত্রণালয় জানান একই বিষয়ের উপর FAO এর সহায়তায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। এতে কৃষি মন্ত্রণালয়কেও সম্পৃক্ত করার বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপসচিব জনাব রেজাউল আলম বলেন প্রকল্পে Provision থাকলে অবশ্যই এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করা হবে।

সভাপতি বলেন ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে কীটনাশকের ব্যবহার কমে এসেছে। আজকের সভায় যে সকল মতামত পাওয়া গেছে তার আলোকে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

০৩। **সিদ্ধান্ত :**

ক্রমিক	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	বালাইনাশক পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য সকল ল্যাবকে কার্যকরী করতে হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ল্যাবের সহায়তা নিতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২.	আমদানিকৃত বালাইনাশক পরীক্ষার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে ল্যাব স্থাপনের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩	মাঠ পর্যায়ে PHI বাস্তবায়নের জন্য জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য কোন পাইলট প্রকল্প নেয়া যায় কিনা তা সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
৪	কৃষি কর্মকর্তাদের প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে কীটনাশক ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
৫	গবেষণার মাধ্যমে আরও 'জৈব বালাইনাশক' উদ্ভাবন বা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	BARC, BARI, BRRI
৬	কীটনাশকের ব্যবহার ঝুঁকি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিস

৭	বন্দরে সারের নমুনা পরীক্ষার যে কমিটি রয়েছে সে কমিটিকে কীটনাশক পরীক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা যায় কিনা-এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৮	কীটনাশক প্রয়োগ ও সংরক্ষণে কৃষককে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিস
৯	বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করণ করতে হবে।	প্রশাসন ও উপকরণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১০	ক্ষতিকারক কীটনাশকের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১১	মাঠ পর্যায়ে সমন্বিত বালাইনাশক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১২	Good Agriculture Practice (GAP) বাস্তবায়নে আরো তৎপর হতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৩	Maximum Residue Limits(MRLs) নির্ধারণ ও মনিটরিং করার বিষয়ে CODEX কর্তৃক নির্ধারিত MRLs এর আলোকে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

০৫। সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মোশারফ হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব(সম্প্রসারণ)
কৃষি মন্ত্রণালয়

সরকারের এসডিজি'র ৩নং উদ্দেশ্য পুরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্তির লক্ষে কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের নিমিত্ত করণীয় নির্ধারেণর জন্য ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের উপস্থিতি স্বাক্ষর:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
	মোঃ গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, ডিএই	মোবাইল নং- 01711903889 ই-মেইল-	
	মোঃ কামরুজ্জামান যুগ্মসচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মোবাইল নং- 01736-614873 ই-মেইল- K.zaman_007@yahoo.com	
	ড. মিয়া [illegible] আলম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা [illegible], গাজীপুর	মোবাইল নং- 01711907856 ই-মেইল- alamm08@gmail.com	
	[illegible] [illegible] (প্রশাসন) [illegible]	মোবাইল নং- [illegible] ই-মেইল- maalibori@yahoo.com	
	[illegible] [illegible] [illegible]	মোবাইল নং- 01552495514 ই-মেইল- shamulent@gmail.com	
	ড. এম. এ. মোনায়েম মিয়া পিএসও, [illegible] মূল্যায়ন উইং, বারি, গাজীপুর	মোবাইল নং- 01757739542 ই-মেইল- monayem09@yahoo.com	
	মোঃ [illegible] রহমান যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা	মোবাইল নং- 01712846247 ই-মেইল- nahian131@gmail.com	27.09.17
	মোঃ মাহবুব আহমেদ মহাপরিচালক, ডিএলএস	মোবাইল নং- 01711606610 ই-মেইল-	
	ড. এ. কে. এম. আতিকুল হক উপসচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	মোবাইল নং- [illegible] ই-মেইল- atiqhaq@yahoo.com	
	মোহাম্মদ আবু কাওসার (সিনিয়র সহকারী) প্রধান খাদ্য মন্ত্রণালয়	মোবাইল নং- 01712557263 ই-মেইল- kawsar2509@gmail.com	

সরকারের এসডিজি'র ৩নং উদ্দেশ্য পুরণে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানবদেহে ফসলের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্তির লক্ষে কৃষিতে একটি বিশ্বমানের সিস্টেম প্রবর্তনের নিমিত্ত করণীয় নির্ধারেণর জন্য ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের উপস্থিতি স্বাক্ষর:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
	মোহাম্মদ ফাহিম আহসান চৌধুরী, সহকারী প্রধান	মোবাইল নং- ০১৯০৭০৮১৪৪৮ ই-মেইল- fahim_moa@yahoo.com	[signature] ০৩.১০.১৭
	মোঃ রেজাউল আলম উপ-সচিব খাদ্য সেবা বিভাগ	মোবাইল নং- 01710987800 ই-মেইল- rezaulalam22@gmail.com	[signature]
	অমিতাভ দাস পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং.	মোবাইল নং- ০১৭১২৫৭৬১১৭ ই-মেইল- amitavadae1960@gm	[signature]
	মো: মাহবুব কবীর - সদস্য, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	মোবাইল নং- 01712165447 ই-মেইল- bfsakabir@gmail.com	[signature]
	অধ্যাপক ড. মো: ইকবাল রউফ মামুন সদস্য, বা:নি: খাদ্য কর্তৃপক্ষ	মোবাইল নং- 01715014564 ই-মেইল- iqbalrouf@yahoo.com	[signature] ৩।১০।১৭
	ড. মো: মনিরুল ইসলাম পরিচালক (প্রশি)	মোবাইল নং- 01777686866 ই-মেইল- dmmislam@yahoo.com	[signature] ৩।১০।১৭
	মো: মাহবুবুল ইসলাম যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	মোবাইল নং- 01711010083 ই-মেইল-	[signature] ৩।১০।১৭
	কাজী এনামুল হাসান যুগ্মসচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	মোবাইল নং- ই-মেইল-	[signature]
	ড. মো: আবদুর রৌফ যুগ্ম সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়	মোবাইল নং- 01824626575 ই-মেইল- rouf63@yahoo.com	[signature] ৩।১০।১৭
	মো: আনোয়ার হোসেন যুগ্ম সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়	মোবাইল নং- ০১৫৫২৩২৭৩১৭ ই-মেইল- anwarimed@yahoo.com	[signature] ৩।১০।১৭

মো: সিরাজুল হায়দার
অতিরিক্ত সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
মোবাইল: ০১৯৭৩০৬৭৮৮২
haider1960@gmail.com
[signature] ৩।১০।১৭